রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ পরিপত্র নং-০৪/৪৮১ তারিখ ঃ ০৭-০৩-২০২২

বিষয় ঃ কোভিড-১৯ মহামারির ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শহরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ হঠাৎ কর্ম হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এ সকল মানুষের অধিকাংশই এখন গ্রামে অবস্থান করছে এবং একটি মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধার আওতায় এ সকল জনগোষ্ঠীকে আনা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রামেই উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে; ফলশ্রুতিতে, সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ প্রেক্ষিতে, গ্রামাঞ্চলে আয়উৎসারী কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন ও স্কীমের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালন নীতিমালা ০৩.০১.২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং- ০১ এর মাধ্যমে জারী করা হয় (সংযোজনী-১)। উক্ত স্কিমের আওতায় রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ ৬৯.০০ (উনসত্তর কোটি) টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত উল্লিখিত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় রাকাব-এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আলোচ্য সার্কুলারের আলোকে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে :

০১। **কর্মসূচীর নাম ঃ**
কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম নামে অভিহিত হবে।

০২। **কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে ঃ**
কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত যেসব ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে এসেছেন তাদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করা যাবে।

০৩। **তহবিলের উৎস ও পরিমাণ ঃ**
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ; পরিমাণ ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা। তহবিলের পরিমাণ প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা যাবে।

০৪। **স্কিমের মেয়াদ ঃ**
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। তবে গ্রাহক পর্যায় হতে আদায় কার্যক্রম স্কিমের মেয়াদ পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে অব্যাহত থাকবে।

০৫। **কর্মসূচীর আওতাভুক্ত এলাকা ঃ**
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের আওতাভুক্ত সমগ্র এলাকায় (রাজশাহী ও রংপুর প্রশাসনিক বিভাগ) এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

০৬। **ঋণের খাতসমূহ ঃ**

- স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা
- পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী যানবাহন ক্রয়
- ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প
- মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন
- তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকান্ড
- বসতঘর নির্মাণ/সংস্কার
- সবজি ও ফলের বাগান
- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপণন

চলমান পাতা-০২

এছাড়াও, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে। সরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

০৭। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

ক) ঋণ গ্রহীতাকে শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

খ) তার NID তে উল্লিখিত ঠিকানা শাখার আওতাধীন এলাকার মধ্যে থাকতে হবে।

গ) তার নিজ/পিতার/স্ত্রীর নামে বসত ভিটা থাকতে হবে।

ঘ) ঋণ গ্রহীতার ঘরে ফেরা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে অর্থাৎ তিনি গ্রামের বাহিরে জেলা/বিভাগীয় শহরে কর্মরত ছিলেন তার প্রমাণক থাকতে হবে।

ঙ) ঘরে ফেরা ব্যক্তি পূর্বে ব্যবসায়ী হলে ব্যবসার প্রমাণপত্র যেমন- ট্রেড লাইসেন্স, দোকান/প্রতিষ্ঠান ভাড়ার চুক্তি, মালামাল ক্রয়ের চালান/ভাউচার ইত্যাদি জমা দিতে হবে। ইতোমধ্যে এলাকায় নতুনভাবে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড শুরু করেছেন এমন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ড শুরু করতে চান এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার আর্থিক অবস্থা গুরুত্বের সাথে যাচাই করে ঋণ প্রদান করতে হবে।

চ) পূর্বে চাকুরিজীবী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপত্র/পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে। ঘরে ফিরে ইতোমধ্যে এলাকায় ব্যবসায়িক কর্মকান্ড শুরু করেছেন এমন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ড শুরু করতে চান এমন ব্যাক্তির ক্ষেত্রে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিতে হবে।

ছ) ঘরে ফেরা ব্যক্তির অতীত অভ্যাস/সুনাম গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।

জ) অন্য ব্যাংক/NGO/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণকারীদের এ স্কিমের আওতায় ঋণ দেয়া যাবে না। ঋণ খেলাপী না হলে পূর্বের ঋণ পরিশোধের পর পুনরায় নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

০৮। ঋণ প্রাপ্তির অযোগ্যতা ঃ

ক) খেলাপী ঋণগ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং

খ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না ।

গ) নিয়মিত ভাবে গ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এ ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না ।

০৯। প্রকৃত ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন ঃ

কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে গেছেন বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং পৌরসভার মেয়র/কমিশনার অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য অথবা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পেশার প্রত্যয়নপত্র অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যয়নপত্র/ ভিডিপি সনদপত্র এর ভিত্তিতে প্রকৃত ঋণ গ্রহীতা সনাক্ত করতে পারবে।

১০। জামানত/নিশ্চয়তা ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত নেয়া যাবে না। তবে, প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার ঋণের বিপরীতে স্থানীয় পর্যায়ে দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিকের নিকট হতে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা (Personal Guarantee) গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, সুনামের অধিকারী এবং গ্রহণযোগ্য দুইজন ব্যক্তির নিকট হতে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা (Personal Guarantee) গ্রহণ করতে হবে। তবে একজন ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাকারী তার পরিবারের সদস্য হতে পারবে।

খ) ঋণের প্রতিটি কিস্তির জন্য ভবিষ্যতে নগদায়নযোগ্য কিস্তির সংখ্যানুযায়ী অগ্রিম তারিখ সম্বলিত চেক এবং সুদসহ সম্পূর্ণ ঋণ সীমার জন্য একটি তারিখবিহীন তফসিলী ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে। ফাঁকা চেক গ্রহণ করা যাবে না। ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে যথাযথ মূল্যের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ছকে Memorandam of Deposit of Cheque গ্রহণ করতে হবে।

১১। নারী উদ্যোক্তা :

অত্র স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে নারী ঋণ গ্রহিতা/উদ্যোক্তাদেরকে ন্যূনতম ১০% ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

১২। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ ঃ

ক) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঃ ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ বছর বা ২৪ মাস।

খ) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকার বেশি তবে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঃ ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর বা ৩৬ মাস।

১৩। সুদ/মুনাফার হার ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় রাকাব ব্যাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৬% (সরল সুদ হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

১৪। ঋণ পরিশোধের সময়কাল ও সুদ হিসাবায়ন ঃ

ক) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রাহক পর্যায় হতে সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে সুদ/মুনাফাসহ পরিশোধ করতে হবে; যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তহবিলের মেয়াদ পর্যন্ত আবর্তনযোগ্য হবে।

খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

গ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমান অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে জরিমানা ধার্য্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

ঘ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৬% এর অতিরিক্ত সুদ/মুনাফা ধার্য্যপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ১% হারে জরিমানা আরোপ করতঃ এককালীন আদায় করা হবে।

১৫। সিআইবি রিপোর্ট ঃ

খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ঋণ প্রদান না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত হালনাগাদ সার্কুলার/পরিপত্রের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ফি গ্রহণ করতে হবে।

১৬। ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্ক অর্থ্যাৎ শাখা, উপশাখা, এজেন্ট, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ও আদায় করতে পারবে। এতদ্ব্যতীত, প্রয়োজনবোধে আউটসোসিং ফেসিলিটেটর (শাখা প্রতি একজন) নিয়োগ করতঃ তাদের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণসহ ঋণ আদায় কার্যক্রমে ফেসিলিটেটর এর সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। তবে, এ ঋণ প্রদান কার্যক্রমে এনজিও, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) বা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে ফেসিলিটেটর এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেখা যাবে না।

খ) ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত খাতসমূহে সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

এক্ষেত্রে, ব্যাংকের এজেন্ট/এমএফএস ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সার্ভিস চার্জ প্রাপ্য হবেন। তবে, কোন ক্ষেত্রেই ঋণ/বিনিয়োগের প্রক্রিয়াকরণ ফি বাবদ ১০ জুন ২০২১ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এর ৩(খ)(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনার অতিরিক্ত কোন চার্জ/ফি গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা যাবে না। রাকাব, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত হালনাগাদ সার্কুলার/পরিপত্রের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ফি গ্রহণ করতে হবে।

১৭। মনিটরিং ঃ

ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক -২ মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে পাক্ষিক ভিত্তিতে (পক্ষ সমাপনান্তে ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে;

গ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে যা অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহক পর্যায়ে ঋণ/ বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার যাচাই এবং মুল্যায়ন করা হবে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

চলমান পাতা-০৪

১৮। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের আবেদন পদ্ধতি ঃ

ক) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক) পুনঃঅর্থায়ন দাবী করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবে ঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;
- বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (বিতরণকারী গ্রাহকের নামে ও মোবাইল নম্বর সহ);
- ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১৯। পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ পরিশোধ ঃ

পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত রাকাব-এর সংশ্লিষ্ট চলতি হিসাব থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আদায়/কর্তন করে নেয়া হবে।

২০। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক শাখার জন্য আবশ্যিকভাবে পালনীয় ঃ

ক) ডিপি নোট (গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ডিপি নোট গ্রহণ ছাড়াও সকল গ্রুপ সদস্যের স্বাক্ষরে অপর একটি ডিপি নোট গ্রহণ করতে হবে);

খ) হলফ নামা;

গ) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি [সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষক, ডাক্তার, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার কর্মকর্তা এবং সমাজের সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত]

ঘ) ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী পরিপালনে বাধ্য থাকার বিষয়ে ঋণগ্রহীতার অঙ্গীকারপত্র;

ঙ) ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণের কিস্তি পরিশোধের অঙ্গীকারপত্র;

চ) অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে নাই/খেলাপী নহে এমন ঘোষণাপত্র;

ছ) ঋণের অর্থে সৃষ্ট মালামাল বন্ধকী হিসেবে গ্রহণের জন্য এলএফ-৫৫ সম্পাদন;

জ) মৎস্য ঋণের ক্ষেত্রে এল এফ-২৩ সম্পাদন। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফরম সম্পাদন;

ঝ) বীমাকরণ অথবা বীমার দায়-দায়িত্ব ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক গ্রহনের প্রত্যয়নপত্র;

ঞ) ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ সুবিধা, সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় রেয়াতি সুদে ঋণ সুবিধা, সরকারী প্রকল্পসমূহের আওতায় ভর্তুকী/রেয়াতি সুদে যে কোন ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন নাই এবং খেলাপী ঋণগ্রহীতা নয় এমন বিষয়ে ঋণগ্রহীতার ঘোষণা।

২১। হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ঃ

এ কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের হিসাব প্রডাক্ট কোড-৬১৪ এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

২২। ঋণ লেজার/রেজিষ্টার/তথ্য সংরক্ষণ ঃ

এ কর্মসূচীর আওতায় একক বিতরণকৃত ঋণের হিসাব সংরক্ষণের জন্য পৃথক লেজার সংরক্ষণ করতে হবে। লোন লেজারে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার অনুকূলে পাশবই ইস্যু করতে হবে।

২৩। ঋণ আদায় পদ্ধতি ঃ

শাখাসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কিস্তিতে গ্রহকের নিকট হতে সুদ/মুনাফাসহ আসল আদায় করবে।

২৪। গ্রাহক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাতিল ঃ

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের অনাদায়ী অর্থের উপর ব্যাংকের প্রচলিত সুদহার প্রযোজ্য হবে। তবে এই সার্কুলারের আওতায় প্রদত্ত ঋণের সুদহার যদি প্রচলিত সুদহারের চেয়ে বেশী হয় তবে যা বেশী তাহাই কার্যকরী হবে। তবে খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে কোন ক্রমেই বিতরণকৃত ঋণের দ্বিগুনের বেশি অর্থ আদায়যোগ্য হবে না।

২৫। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ও পুনরায় ঋণ প্রদান ঃ

নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী গ্রাহক/গ্রাহকদের সম্পূর্ণ ঋণ সুদসহ পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে।

চলমান পাতা-০৫

২৬। **ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা ঃ**

(১)	শাখা ব্যবস্থাপক (ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা)	:	২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
(২)	শাখা ব্যবস্থাপক (জেলা শাখা/প্রধান শাখা)	:	৩.০০লক্ষ টাকা পর্যন্ত
(৩)	ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়	:	৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
(৪)	জোনাল ব্যবস্থাপক	:	৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত

২৭। **ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ** গ্রাহক প্রতি সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরের বিধান থাকলেও প্রকৃত চাহিদার আলোকে তা নির্ধারণ করতে হবে।

২৮। **বিতরণ পদ্ধতি ঃ** ব্যবসার ধরণ বুঝে একাধিক কিস্তিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। পূর্বে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তি প্রদান করতে হবে।

২৯। **বাজেট বরাদ্দ ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা বন্টন করা হবে ।

৩০। **দাখিলীতব্য বিবরণী ঃ**

ক) পুনঃঅর্থায়নের জন্য ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি বিতরণকৃত ঋণের বিবরণী প্রতি মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পুনঃঅর্থায়নের আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক প্রতি মাসে বিতরণকৃত ঋণের মাসিক বিবরণী (ছক-১ মোতাবেক) এবং পুনঃঅর্থায়নের আবেদন পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। জোনাল কার্যালয়সমূহ শাখা হতে প্রাপ্ত আবেদন ও বিবরণী একীভূত করে যাচাইপূর্বক ০৭ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ প্রেরণ করবে। জোনাল কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বিবরণীর ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক উক্ত মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পুনঃঅর্থায়নের আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক এতদ্‌সংযুক্ত ছক-২ মোতাবেক পাক্ষিক ভিত্তিক প্রতিবেদন (পক্ষ সমাপনান্তে ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে) জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। জোনাল কার্যালয়সমূহ শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন একীভূত করে যাচাইপূর্বক অবিলম্বে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ প্রেরণ করবে।

৩১। **আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ**

ঋণ আদায়ের সকল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কোন ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আদালতে মামলা দায়ের পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার রাকাব সংরক্ষণ করে।

৩২। **নীতিমালা সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণ ইত্যাদি ঃ**

ক) মাঠ পর্যায় হতে এ কর্মসূচীর উপর প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও সমস্যার নিরীখে প্রয়োজনে নীতিমালা সময়ে সময়ে সংশোধন,পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন করা হবে।

খ) এ নীতিমালায় বর্ণিত কোন বিষয়ে স্পষ্টীকরণ/ব্যাখ্যা/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হলে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৩৩। **বিশেষ নির্দেশনা ঃ**

এই নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন পূর্বক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ইহা একটি নিবিড় তত্ত্বাবধান ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি বিধায়, এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। কোনক্রমেই যেন কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীবিন্যাসিত হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

এই ঋণ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে-

09/06/2022

(মোঃ আব্দুস সালাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
টেলিফোন ঃ ০২৪৭ ৮৬০৫২৯

চলমান পাতা-০৬

প্রকা/ঋণওঅবি-২/১১৪/২০২১-২০২২/৪৮১(৪৫৪) তারিখ ঃ ০৭-০৩-২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন/পরিচালন/নিহিআ) মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি বিভাগ-কে সার্কুলারটি রাকাবের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৭। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
০৮। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী/ ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
১০। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১১। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে)।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (জোনাল ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ সেল, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১৪। অফিস নথি/মহানথি।

০৭.০৩.২২

(মোঃ দেলোয়ার জাহিদ)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

সংযোজনা-১
ছক- (ক)

ছক-ক ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত বিবরণী
(মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম :

মাসের নাম :

অর্থবছর :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	শাখার নাম	গ্রাহকের নাম এবং মোবাইল নম্বর	বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ	গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার	ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ	ঋণ বিনিয়োগ মেয়াদ	ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের খাত	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ

উপরোক্ত তথ্যসমূহ সঠিক মর্মে প্রত্যয়ন করা হলো।

২য় কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপক/জোনাল ব্যবস্থাপকের নাম

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

জোন:.....

সংযোজনী-১

ছক-(খ)

ছক-খ ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পুঞ্জিবুত বিবরণী (পাক্ষিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম :

বিবরণীর সময়কাল : --/--/---- তারিখ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ	বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের শতকরা হার	ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্ত মোট গ্রাহকের সংখ্যা
সর্বমোট								

উপরোক্ত তথ্যসমূহ সঠিক মর্মে প্রত্যয়ন করা হলো।

২য় কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপক/জোনাল ব্যবস্থাপকের নাম ও স্বাক্ষর